অনুমিতি—প্রমা

অনুমান- প্রমাণ (অনুমিতির করণ)

১) দুরের পুবর্তটি ধুমবান।

২) যেখানেই ধুম, সেখানেই অগ্নি, যেমন রন্ধনগৃহ।

৩) অতএব, দুরের পর্বতটি অগ্নিমান।

পর্বতে ধুম প্রত্যক্ষ করে সেখানে অগ্নির উপস্থিতি অনুমান করলাম। এই জ্ঞানের আগে দুটি জ্ঞান ---
১) পর্বতে ধুম প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং

২) ঐ ধুমের সঙ্গে অগ্নির নিয়ত-সম্বন্ধের জ্ঞান।

অনুমিতি হল সেই জ্ঞান যা কোন বিষয়ের পুর্ববর্তী প্রত্যক্ষ এবং সেই বিষয়ের সঙ্গে অনুমিত বিষয়ের নিয়ত- সম্বন্ধের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

সাধ্য বা লিঙ্গী- অনুমেয় বিষয়।

লিঙ্গ বা হেতু- যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের অগোচরে লিঙ্গী বা সাধ্যকে অনুমিতির বিষয় করে তোলে।

লিঙ্গের নিয়ত সাহচর্যে থাকে বলেই অনুমিত বিষয়কে বলে লিঙ্গী।

পক্ষ- যে অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব জানা যায় তাকে বলে পক্ষ।

অনুমিতির লক্ষণ- 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ'

পরামর্শ হল তৃতীয় লিঙ্গ দর্শন বা তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ।

---সাধ্যসিদ্ধি থাকলে অনুমিতি হয় না। ব্যতিক্রম- সাধ্যসিদ্ধি থাকা সত্বেও অনুমিতি হবে যদি অনুমান করার ইচ্ছা থাকে (সিষাধায়িষা)

তাহলে অনুমিতির জন্যে প্রয়োজন- **সিষাধাইষার অভাবযুক্ত যে সাধ্যসিদ্ধি তার অভাব→ পক্ষতা।**

পক্ষতা না থাকলে অনুমিতি সম্ভব হয় না।

১) পক্ষতাসহ যে পরামর্শ, তা থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই হল অনুমিতি প্রমা।

২) সেই অনুমিতির প্রমাণ হল পক্ষতাসহ পরামর্শ, যা অনুমান নামে পরিচিত।

পর্বতে পক্ষতা থাকায় অগ্নিব্যাপ্য ধুম পর্বতে আছে, এইরকম পরামর্শ জ্ঞান থেকে পর্বতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন (অবয়ব) থাকবেই।

পক্ষঃ যে অধিকরণে সাধ্যের সন্দেহ হয় তাকে পক্ষ বলে। 'পর্বতঃ অগ্নিমান ধুমাত', এই অনুমিতিতে পর্বত পক্ষ, যেহেতু অনুমিতির পুর্বে পর্বতে সাধ্য অর্থাৎ অগ্নির অবস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ হয়।

সাধ্যসংশয় হল পক্ষতা আর যেখানে পক্ষতার অবস্থান তাই হল পক্ষ।

পক্ষতা তিনটি ক্ষেত্রে বর্তমান—

১) যেখানে অনুমিতির ইচ্ছা আছে এবং সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞান (সাধ্যসিদ্ধি) আছে।

২) যেখানে অনুমিতির ইচ্ছা নেই, কিন্তু সাধ্যসিদ্ধির অভাব আছে।

৩) যেখানে অনুমিতির ইচ্ছা আছে এবং সাধ্যসিদ্ধি নেই।

এসব ক্ষেত্রে যে অধিকরণে বা যেখানে পক্ষতা উপস্থিত থাকে, তাকে বলা হয় পক্ষ।

সাধ্যঃ অনুমেয় পদার্থ; অনুমানের সাহায্যে যাকে আমরা জানতে চাই বা প্রমাণ করতে চাই। অনুমিত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয়।

১) দুরের পুবর্তটি ধুমবান।

২) যেখানেই ধুম, সেখানেই অগ্নি, যেমন রন্ধনগৃহ।

৩) অতএব, দুরের পর্বতটি অগ্নিমান।

হেতুঃ লিঙ্গ – যে বিষয়টি লীন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ, তাকে নির্দেশ করাই এর কাজ। যে পদার্থের দ্বারা পক্ষেতে সাধ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা হয় তাকে বলে হেতু।

ব্যাপ্তি ঃ অনুমিতির যৌক্তিক ভিত্তি।

ব্যাপ্তির স্বরূপ –

ব্যাপ্তি সহচর নিয়ম – হেতু ও সাধ্যের মধ্যে (১) নিয়ত (ব্যতিক্রমহীন) (২)সহচর (সমানাধিকরণ) সম্বন্ধই ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি→ ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি। ব্যাপ্য(হেতু) ও ব্যাপকের(সাধ্য) মধ্যে সম্বন্ধই ব্যাপ্তি।

একটি বিষয় আরেকটি বিষয়ে ব্যপ্ত, এর অর্থ হল যে একটি বিষয় আরেকটি বিষয়কে নিয়ত অনুগমন করে বা তাতে উপস্থিত থাকে।

অগ্নির দ্বারা ধুম ব্যাপ্ত। হেতুর তুলনায় সাধ্য সকল সময়ই বেশী জায়গা জুড়ে থাকে।

ব্যাপ্তি দুই প্রকার- সমব্যাপ্তি ও অসমব্যাপ্তি

যখন ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান **হয়**- সমব্যাপ্তি।

---'সকল জ্ঞেয় হয় অভিধেয়'। All Knowable objects are nameable.

যখন ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান **নয়**- অসমব্যাপ্তি।

---যদিও অগ্নির সাথে ধুমের সহ-অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই। কেননা এই ক্ষেত্রে সহ-অবস্থান **শর্ত বা উপাধি নির্ভর।**

তাই ব্যাপ্তি হল হেতু অ সাধ্যের নিয়ত অন-উপাধিক বা উপাধিবর্জিত সম্বন্ধ।